আলমডাঙ্গায় ৩৩৩ নাম্বারে কল দিয়ে খাদ্য সহায়তা পেলেন ৩শ জন

সংকটকালীন বর্তমান পরিস্থিতিতে মাত্র একটি ফোন কলেই মিলছে জরুরি স্বাস্থ্য সেবা ও ত্রাণ সামগ্রী। জাতীয় কলসেন্টার ৩৩৩ এ কল করে খাদ্য সহায়তা পেলেন আলমডাঙ্গা সদরের ৩শ জন দুস্থ মানুষ।

মঙ্গলবার (২২ জুন) বেলা ১১টার দিকে উপজেলা পরিষদ প্রাঙ্গণে এই মানবিক সহায়তা প্রদান করেন উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা এনামুল হক।

এর আগে আবেদনকারীরা ৩৩৩ নাম্বারে কল দিয়ে খাদ্য সহায়তা চান।

উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা এনামুল হক জানান, যাচাই বাছাই করে ৩শত জন বিভিন্ন শ্রেণি পেশার দুস্থ অসহায় গরিবদের মধ্যে ১০ কেজি চাউল বিতরণ করা হয়েছে। প্রথম ধাপে ২ শত জনকে ও পরবর্তীতে ১শত জনকে চাউল বিতরণ করা হবে।

ঝিনাইদহে পুলিশ সদস্যসহ দুইজন করোনা রোগীর মৃত্যু

ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালের করোনা ইউনিটে চিকিৎসাধিন অবস্থায় পুলিশসহ দুই করোনা রোগীর মৃত্যু হয়েছে। এছাড়া করোনা উপসর্গ নিয়ে মারা গেছে আরো দুই জন। মৃত পুলিশ কনষ্টেবলের বাড়ি মাগুরা জেলায়। ঝিনাইদহ সিভিল সার্জন অফিস সূত্রে জানা গেছে,

সোমবার সকালে ঝিনাইদহ ও কুষ্টিয়া ল্যাব থেকে ২’শ ৫ জনের নমুনা পরীক্ষার ফলাফল এসেছে। এদের মধ্যে ৯৫ জনের করোনা সনাক্ত হয়েছে। এ নিয়ে জেলায় মোট আক্রান্তের সংখ্যা দাড়ালো ৩ হাজার ৪’শ ৯১ জনে। ২৪ ঘন্টায় করোনায় ২ জন ও উপসর্গ নিয়ে আরো দুইজনসহ ৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। করোনায় আক্রান্ত হয়ে জেলায় মোট মৃত্যুর সংখ্যা দাড়ালো ৬৯ জনে। তবে জেলায় করোনার সংক্রমনের হার দিন দিন বৃদ্ধি

পেলেও মানা হচ্ছে না স্বাস্থ্যবিধি।

হাট-বাজার, দোকান-পাট ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে মাস্ক, ছাড়াও কেনা- বেচা করছে ক্রেতারা। শহরের চলাচলে বিধি নিষেধ থাকলেও নিদের্শনা থেকে যাচ্ছে উপেক্ষিত। গাদা-গাদি করে হাট-বাজারে চলাচল করতে দেখা গেছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে সোমবার সন্ধার পর জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে জরুরি সভায় আয়োজন করা হয়।

এ সভা থেকে কঠোর লকডাইনের মত সিদ্ধান্ত আসতে পারে বলে অনেকে ধারণা করছেন। ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালের তত্বাবধায়ক ডাঃ হারুন অর রশিদ জানান, ৫০ বেড়ের করোনা ওয়ার্ডে ধারণ ক্ষমতার বেশি রোগী অবস্থান করছে। স্থান সংকুলান না ৫০ বেডের একটি নতুন করোনা ওয়ার্ড খোলা হয়েছে। সদর হাসপাতালে করোনা পরীক্ষার জন্য ভিড় বেড়ে গেছে।

কুষ্টিয়ায় বাড়ছেই করোনা: এমপি হানিফের উদ্যোগে হাসপাতালে অক্সিজেন সিলিন্ডার প্রদান

কুষ্টিয়ায় করোনাভাইরাস পরিস্থিতি মোকাবেলায় আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও কুষ্টিয়া সদর-৩ আসনের সাংসদ মাহবুবউল আলম হানিফের উদ্যোগে ১০০টি অক্সিজেন সিলিন্ডার বিতরণ করা হয়েছে। জানা যায়, গত ৬ ও ৭ মে ব্যবসায়ীদের সহযোগিতায় প্রায় ১ কোটি টাকা বাজেটে কুষ্টিয়া মোহিনি মিল মাঠ ও শেখ রাসেল স্টেডিয়ামে ১১ হাজার অসহায় কর্মহীন মানুষের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়। এতে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাহবুবউল আলম হানিফ।

তবে খাদ্য বিতরণ কর্মসূচিতে ১ কোটি টাকার পুরোটা খরচ হয়নি। এখান থেকে উদ্বৃত্ত টাকা দিয়েই মূলত ১০০টি অক্সিজেন সিলিন্ডারের ব্যবস্থা করেছেন তিনি। পাশাপাশি করোনা প্রতিরোধে অন্যান্য চিকিৎসা সামগ্রীর ব্যবস্থা করবেন বলেও কুষ্টিয়া স্বাস্থ্য অধিদফতরকে আশ্বস্ত করেছেন হানিফ। কুষ্টিয়ায় করোনা পরিস্থিতি

খুবই নাজুক। পরিস্থিতি বিবেচনায় কঠোর লকডাউন দিতে হয়েছে পুরো জেলায়, তারপরও করোনার সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে বেগ পেতে হচ্ছে কর্তৃপক্ষকে।

জেলায় প্রতিদিন করোনা রোগীর সংখ্যা বাড়ায় অক্সিজেনের প্রয়োজনীয়তা বাড়ছে। ক্রমবর্ধমান এই করোনা রোগীদের অক্সিজেন সরবরাহ করতে কুষ্টিয়ার স্বাস্থ্য অধিদফতরকে বেশ বেগ পেতে হচ্ছে। করোনার শুরু থেকে কুষ্টিয়া জেলায় শনাক্তের হার কখনো ২০ শতাংশের ওপরে যায়নি। কিন্তু এখন শনাক্তের হার ৪০ শতাংশের ওপরে উঠে গেছে। এতে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের করোনা ওয়ার্ডে ভিড় লেগেই আছে। বেডের তুলনায় সেখানে প্রায় দ্বিগুণ রোগী চিকিৎসা নিচ্ছেন।

বেড না থাকায় রোগীদের বারান্দায় রাখতে হচ্ছে। রোগীর ভিড় বেড়ে যাওয়ায় ওয়ার্ডের বারান্দা, স্বাস্থ্যকর্মীদের বসার জায়গাটুকুও রোগীর শয্যায় রূপান্তরিত হয়েছে। এ অবস্থায় জেনারেল হাসপাতালের ১০ নং সার্জিক্যাল ওয়ার্ড ও মুজিবুর রহমান মেমোরিয়াল ডায়াবেটিক হাসপাতালের একটি অংশকে করোনা ওয়ার্ড হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।

এদিকে গতকাল কুষ্টিয়ায় ৩২৩ টি নমুনার মধ্যে ১১৯ টি পজিটিভ এসেছে। এছাড়াও করোনায় আক্রান্ত হয়ে তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। কুষ্টিয়ার সিভিল সার্জন ডা: এ এইচ এম আনোয়ারুল ইসলাম এ তথ্য জানিয়ে তিনি বলেন ৩২৩ টি নমুনার মধ্যে ১১৯ টি পজিটিভ। যার মধ্যে পিসিআর ল্যাবে ১৮৪ টি এবং এন্টিজেন টেস্ট ১৩৯ টি নমুনার মধ্যে যথাক্রমে ৫৫ টি এবং ৬৪ টি পজিটিভ এসেছে।

উপজেলা ভিত্তিক রিপোর্টে সদরে ৩৯ জন,কুমারখালি ২৫ জন,দৌলতপুরে ১৪ জন, ভেড়ামারায় ৯ জন,মিরপুর উপজেলায় ২০ জন, খোকসায় ১২ জন পজিটিভ এসেছে। এদিকে কুষ্টিয়ায় সপ্তাহব্যাপী লকডাউনের প্রথম দিনে জেলার ৬টি উপজেলায় ভ্রাম্যমান আদালতে ১০টি অভিযানে ৬০ জনকে ৬৫ হাজার ৮শ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে।

সোমবার কুষ্টিয়ায় সপ্তাহব্যাপী লকডাউনে করোনা ভাইরাসজনিত রোগ (কোভিড-১৯) বিস্তার রোধকল্পে সমগ্র কুষ্টিয়া জেলায় কঠোর বিধি-নিষেধ (লকডাউন) আরোপ সংক্রান্ত নির্দেশনাসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট আইনে স্ব-স্ব উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট এ জরিমানা আরোপ ও আদায় করেন।

মেহেরপুরে একদিনেই আক্রান্ত ৪৬ জন

মেহেরপুর জেলায় বাড়ছে প্রাণঘাতী করোনা ভাইরাস রোগী সংখ্যা। একদিনেই আক্রান্ত হয়েছেন ৪৬ জন। গতকাল সোমবার মেহেরপুর সিভিল সার্জন ডাঃ নাসির উদ্দিন জানান, ল্যাবে নমুনা পাঠানো হয়েছিল তার মধ্যে ১০৩ জনের নমুনা পরীক্ষার রিপোর্ট আসে যার মধ্যে ৪৬ জনের রিপোর্ট পজেটিভ।

আক্রান্তদের মধ্যে সদর উপজেলার ২৩ জন, গাংনী উপজেলার ১২ জন ও মুজিবনগর-৯ জন এবং অপর ২ জন চুয়াডাঙ্গার বাসিন্দা। নতুন ৪৬ জন মিলে জেলায় বর্তমান করোনা আক্রান্তের মোট সংখ্যা ৩১৭ জন।

এর মধ্যে সদর উপজেলার ১১৬ জন, গাংনী উপজেলার ১১৪ জন ও মুজিবনগর উপজেলার ৮৭ জন।

সিভিল সার্জন আরও জানান- মেহেরপুরে লকডাউন ও স্বাস্থ্যবিধি না মানার কারণেই দিনে দিনে বেড়েই চলেছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। এখন শহর ও গ্রামে সমানতালে বাড়ছে রোগীর সংখ্যা।

এসময় তিনি সবাইকে সামাজিক দূরত্ব, নিয়মিত সাবান-পানি দিয়ে হাত ধোবার অভ্যাস, মাস্ক ব্যবহার, জন সমাগম এড়িয়ে এবং হাঁচি-কাশির শিষ্ঠাচার ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার আহবান জানান।

কুষ্টিয়ায় করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধে পুলিশ সদা কাজ করে

যাচ্ছে! এসপি খাইরুল আলম

কুষ্টিয়ার পুলিশ সুপার (এসপি) মোঃ খাইরুল আলম বলেছেন, কুষ্টিয়ায় করোনা সংক্রমন প্রতিরোধে পুলিশ সদা কাজ করে যাচ্ছে । সোমবার কুষ্টিয়া সপ্তাহব্যাপী লকডাউনের প্রথম দিনে তিনি কুষ্টিয়ার বিভিন্ন এলাকা ঘুরে সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন।

তিনি বলেন, মাস্ক ব্যবহার করলে, তা মাস্ক পরা ব্যক্তির থেকে অন্যদের কাছে ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে সহায়তা করতে পারে। শুধু মাস্ক ব্যবহার করলেই ঈঙঠওউ-১৯-এর সংক্রমণ প্রতিরোধ করা যাবে না এবং তার পাশাপাশি শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখতে হবে এবং হাত ধুতে হবে।এজন্য স্বাস্থ্যবিধি ও পরামর্শ মেনে চলার পাশাপাশি কঠোর লকডাউন মেনে চলতে অনুরোধ করেন।

এদিকে লকডাউনের প্রথমদিনে কুষ্টিয়ার ত্রিমহনী, মজমপুর, চোড়হাস মোড়, হরিপুর শেখ রাসেল সংযোগ সেতুর উত্তর প্রান্ত সহ শহরের গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে পুলিশ সুপার কুষ্টিয়ার নের্তৃত্বে করোনা ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে কঠোর বিধিনিষেধ বাস্তবায়নে পুলিশ অবস্থান নেয়।

পুলিশ সুপার মোঃ খাইরুল আলম নিজে হ্যান্ড মাইক ব্যবহার করে স্থানীয় জনসাধারণের অকারণে ঘুরাঘুরি না করে বাড়ীতে যাওয়ার আহবান করেন। তিনি জনসাধারণ ও যানবাহন চলাচলের উপর কঠোর বিধিনিষেধ সঠিক ভাবে বাস্তবায়ন করার জন্য জেলা পুলিশ কুষ্টিয়ার সিনিয়র ম্যানেজমেন্টসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশনা প্রদান করেন। এসপি কুষ্টিয়া এ সময় শহরের সকল গুরুত্বপূর্ণ স্থান ঘুরে ঘুরে করোনা ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে কঠোর বিধিনিষেধ বাস্তবায়নের বিষয়টি প্রত্যক্ষ করেন এবং পুলিশের গৃহীত ব্যবস্থায় সন্তোষ প্রকাশ করেন।

এ সময় তিনি পুলিশ কর্তৃক মজমপুরের মত কুষ্টিয়া শহরের বারখাদা ত্রিমোহনী মোড়,বটতৈল মোড়,লাহিনী বটতৈল মোড়,মোল্লাতেঘরিয়া মোড়,মিলপাড়া রেলক্রসিং, হরিপুর শেখ রাসেল সংযোগ সেতুর উত্তর প্রান্ত, জগতি রেল বাজার চেকপোস্ট সহ সাত স্থানে অনুরুপ যে ব্যবস্থা নেয়া হয় তাও প্রত্যক্ষ করেন।তবে পুলিশের এমন নজরারীর কারনে কুষ্টিয়া শহরে যানবাহন শূন্য ও রাস্তা ফাঁকা দেখা যায়। উল্লেখ্য করোনাভাইরাস প্রতিরোধে চলমান কঠোর বিধিনিষেধ

বাস্তবায়নে জেলা পুলিশ কুষ্টিয়া উল্লেখিত স্থানে সকাল ৬ টা হতে রাত ১০ টা পর্যন্ত কাজ করে যাচ্ছে।

এ ছাড়াও ২৪ ঘন্টা টহল টিম শহরের বিভিন্ন স্থানে কর্তব্যরত আছে। অকারণে বাইরে ঘুরাঘুরি না করে তিনি সবাইকেই নিজ বাসায় অবস্থান করার জন্য বলেন এবং মাস্ক পরার প্রতি জোর তাগিদ দেন।কুষ্টিয়া জেলার সম্মানিত সকল নাগরিকদের করোনা ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে বিধিনিষেধ সমুহ মেনে চলার জন্য পুলিশ সুপার কুষ্টিয়া মোঃ খাইরুল আলম অনুরোধ করেন।

এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন মোহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমান, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অপরাধ), মোঃ ফরহাদ হোসেন খাঁন, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (জেলা বিশেষ শাখা), মোঃ রাজিবুল ইসলাম, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার(সদর), মোঃ আতিকুল ইসলাম, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, সদর সার্কেল, অফিসার ইন চার্জ কুষ্টিয়া মডেল থানা, ওসি ডিবি, টিআই-১,আরআরআই কুষ্টিয়াসহ জেলা পুলিশ কুষ্টিয়ার সকল র্যাংকের অফিসার ও ফোর্স।

সেতু এনজিওর সহযোগীতায় ড্রাগন চাষ করে ঘুরে দাঁড়িয়েছেন মিরপুরের আসাদ

ড্রাগন চাষে লাখপতি হওয়ার স্বপ্ন দেখছেন কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার হাজরাহাটি গ্রামের মো. আসাদ আলী। অন্য ফসলে লোকসানের পর নিজের প্রায় দেড় বিঘা জমিতে গড়ে তুলেছেন ড্রাগন ফলের বাগান। ড্রাগন চাষ লাভজনক হাওয়ায় তাকে দেখে অন্য চাষিরাও আগ্রহী হয়ে উঠেছেন।

সরেজমিনে গিয়ে দেখা যায়, প্রায় সাত থেকে আট ফুট দূরত্বে কংক্রিটের তৈরি পিলারের চারপাশে ড্রাগন গাছ রোপণ করা হয়েছে। কংক্রিটের এসব পিলারের ওপরে লোহার রডের সঙ্গে সাইকেলের পুরনো টায়ার দেওয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে অনেক গাছে পাকা গোলাপী রয়ের ফলে

পুরো বাগানজুড়ে। উপজেলার হাজরাহাটি গ্রামের ড্রাগন চাষি মো. আসাদ আলী বলেন, ‘আমার এই জমিতে প্রায় ৩০ বছর পানের বরজ ছিল। বরজটি ভাইরাসের কারণে মারা যায়। ফলে আমি বেকার হয়ে পড়ি।

সেতু এনজিওর নির্বাহী পরিচালক এম,এ, কাদের এর সার্বিক সহয়োগীতায় এবং ঝিনাইদহের এক বন্ধু পরামর্শে ড্রাগন ফল চাষ শুরু করেন। এরপর ঝিনাইদহের গিয়ে ড্রাগন বাগানে বেশ কয়েকবার গিয়ে ড্রাগনের চাষ পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে পারি। পরবর্তীতে প্রায় দেড় বিঘা জমিতে ড্রাগন ফলের চাষ শুরু করি।’ তিনি আরও বলেন, ‘ড্রাগনের চাষ পদ্ধতি সম্পর্কে জানার জন্য যখন ওই বাগানে যাই, তখন বাগানের পরিচর্যকারীরা আমাকে জানায় যে- ড্রাগনের ফল আসতে প্রায় দুই বছর সময় লাগে। তখন আমি একটু হতাশ হয়েছিলাম। কিন্তু আমি নিজে যখন চাষ শুরু করেছি, তখন ধারণাটি বদলে যায়। আমি দেড় বছরের মাথায় আমার বাগানে ফুল-ফল আসতে শুরু করে। ইতোমধ্যে আমি সাড়ে তিনশ টাকা কেজি দরে দুইশ কেজি ফল বাজারে বিক্রি করেছি।

তবে এই লকডাউনের কারনে একটু হতাশ হচ্ছি বিক্রি করা নিয়ে। ফলের পাশাপাশি ড্রাগনের চারা বিক্রি করেও আমার বাড়তি আয় হচ্ছে বলেও জানান তিনি। ড্রাগন চাষের ব্যয় সম্পর্কে আসাদ বলেন, ‘আমার দেড় বিঘা জমিতে ২২৫টি পিলার রয়েছে। এসব পিলার বগুড়া থেকে সংগ্রহ করেছি। প্রতিটি পিলারের খরচ পড়েছে ২৫০ টাকা। এছাড়াও গাড়ি ভাড়ায় ৫ হাজার টাকা খরচ হয়েছে। আমার জমিতে প্রায় এক হাজার চারা রয়েছে। পিলার, সেঁচ, সার ও চারা সব মিলিয়ে দেড় বিঘা জমিতে আমার প্রায় চার লাখ টাকা খরচ হয়েছে।’ এই দেড় বিঘা জমিতে ড্রাগন ফল বিক্রি করে বছরে আমার ৬ থেকে ৮ লাখ টাকা আয় হবে বলে আশা করছি। ড্রাগন চাষ পদ্ধতি সম্পর্কে মিরপুর উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা রমেশ চন্দ্র ঘোষ জানান, ‘প্রথমে জমি চাষ করে নিতে হবে। চারা রোপণের কয়েকদিন পূর্বে ক্ষেতের আগাছা পরিষ্কার করে জৈব সার দিয়ে দিতে হবে। এরপর হাফ ইঞ্চি কম মাটিতে চারা রোপণ করতে হবে। একটি পিলারে চারটা ড্রাগন ফলের চারা রোপণ করা যায়। এছাড়াও এক পিলার থেকে অন্য পিলারের দূরত্ব হতে হবে সাত ফিট।’ তিনি আরও জানান, ড্রাগন ফল চাষ করতে জৈব সার বেশি প্রয়োজন হয়। কৃষি বিভাগ তাকে সেচ যন্ত্রের সুবিধাসহ ভার্মি কম্পোস্ট করতে সহায়তা করেছি। এছাড়াও প্রতিনিয়ত তার বাগানে গিয়ে পরামর্শ প্রদান করা হয়।

‘সেতু এনজিওর নির্বাহী পরিচালক এম,এ, কাদের জানান, ড্রাগন একটি পুষ্টিকর ফল। এবং এটি অনেক লাভজনক। আমাদের এনজিওর মাধ্যমে মিরপুর উপজেলার হাজরাহাটি গ্রামের কৃষক আসাদ আলীকে পরীক্ষামূলকভাবে দেড়

বিঘা জমিতে ড্রাগনের চাষ করতে উৎসাহিত করেছি। প্রায় দেড় বছর পর এখন বাগানজুড়ে ড্রাগন ফল এসেছে। আসাদ এখন সফলতা পেতে শুরু করেছেন। আসাদের ড্রাগন ফলের চাষে সহায়তা জন্য তাকে প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন উপকরণ ও সহযোগীতা অব্যাহত রয়েছে।

কুষ্টিয়া জেলা ফুটবল এসোসিয়েশনের সভাপতি মোঃ মকবুল হোসেন লাবলু বলেন, ড্রাগন ফল অত্যান্ত পুষ্টিকর একটি ফল। এ ফলে রয়েছে অধিক পরিমাণে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা। তবে প্রতিনিয়ত এটা খেলে শরীরের জন্য বেশ উপকার।

কুষ্টিয়া জেলা তাতী লীগের সভাপতি রুহুল আমিন ও সাধারন সম্পাদক হারুন অর রশীদ জানান, ড্রাগন ফল বিদেশি ফল হলেও ড্রাগন ফলের সতেজ করা স্বাদ ও পুষ্টিগুণের জন্য বাংলাদেশেও এখন এই ফল চাষ হচ্ছে। তবে কুষ্টিয়ায় এর চাষ হচ্ছে জেনে আমরা বাগান থেকে সংগ্রহ করেছি। বেশ সুস্বাদু থাকায় খেয়েও অনেক মজা। অনলাইনে সিজিনাল ফল বিক্রি করেন কৃষকের বন্ধু এস এম জামাল। তিনি বলেন, আসাদ ভাইয়ের বাগান থেকে ড্রাগন নিয়ে জেলার শহর ছাড়াও ঢাকায় অনলাইনের মাধ্যমে বিক্রি করতাম। কিন্তু দেশের যে পরিস্থিতি সেজন্য এ ফল বিক্রি করতে এখন অনেকটা বেগ পেতে হচ্ছে। তবুও বর্তমানে ফোনে অর্ডার নিচ্ছি এরপর কুরিয়ারের মাধ্যমে ফল ডেলিভারি দেওয়ার চেষ্টা করছি। প্রতি কেজি দরে ড্রাগন ফল ৩০০ টাকায় কিনে ৪০০ টাকা দরে বিক্রি করছি।

এতিম শিশুটিকে নান্দনিক জীবন উপহার দিলেন মহেশপুরের পৌর মেয়র আব্দুর রশিদ খাঁন

গর্ভে থাকা অবস্থায় বাবা মারা যান আর ৩ মাস আগে মারা যান একমাত্র আশ্রয়ের স্থান মা তারপর থেকে রাস্তায় বেরিয়ে ভিক্ষা করে জোটে দিনের আহার রাতে ঘুমানোর জন্য স্থান হয় চায়ের দোকানের মাচান।

এমনি একটি ১১ বছর বয়সী শিশুর নাম হুসাইন, বাড়ি মহেশপুর উপজেলার শ্যামকুড় ইউনিয়নের বাজার পাড়ায়। বাবা মৃত আবুল হাসেম ও মাতা মৃত

কাজল রেখা।

একদিন সন্ধ্যায় শিশুটি মহেশপুর পৌরসভায় এসে রাত যাপনের অনুরোধ করলে মেয়র আব্দুর রশিদ খান তার সম্পর্কে জানতে চান। অতঃপর শিশুটি ছলছল জ্বল চোখে তার অসহায়ত্বের গল্প বলে।

মেয়র তার সমস্ত কথা শুনে এলাকায় খোজ খবর নিয়ে ঘটনার সত্যতা জানার পর তাকে মহেশপুর হাফেজিয়া মাদ্রাসায় ভর্তি করে দেন এবং যাবতীয় ভরণপোষণের দায়িত্ব নেন।

এখন শ্যামকুড় ইউনিয়নের সেই ১১ বছরের এতিম শিশু হুসাইন এখন মানুষের মতো মানুষ হবার স্বপ্ন দেখছে। চোখে মুখে ভাসছে খুশির জোয়ার।

মহেশপুরে সেচ্ছাসেবকলীগ নেতার জীবন কেড়ে নিলো মরণব্যাধি করোনা ভাইরাস

কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে মহেশপুর উপজেলা সেচ্ছাসেবকলীগের যুগ্ন আহবায়ক মিজানুর রহমান আশিক (৩৫) এর মৃত্যু হয়েছে। তিনি বেশ কিছুদিন ধরে শ্বাসকষ্টে ভুগছিলেন।

সোমবার সকালে যশোর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান। তিনি মহেশপুর উপজেলার নাটিমা গ্রামের মৃত বাকের উদ্দিনের ছেলে।

পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, মিজানুর রহমান আশিক গত ৪জুন জ্বরে আক্রান্ত হন। প্রথমে বাসায় থেকে তিনি চিকিৎসা নিচ্ছিলেন। কয়েক দিন পর জ্বরের সঙ্গে তাঁর শ্বাসকষ্ট শুরু হয় পরে পরিবারের সদস্যরা তাঁকে মহেশপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করান।

সেখানে করোনাভাইরাসের শনাক্ত করার জন্য তাঁর নমুনা সংগ্রহ করে পাঠানো হয় পরে নমুনা পরিক্ষার প্রতিবেদনে করোনা পজিটিভ আসে।

অত:পর যশোর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার পর তাঁর চিকিৎসা চলমান ছিল। সোমবার সকাল সাড়ে ৯টায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান।

মুজিবনগরে করোনা প্রতিরোধে উপজেলা প্রশাসনের অভিযান অব্যাহত

মুজিবনগর উপজেলায় করোনা সংক্রমন বৃদ্ধি পাওয়ায় জেলা প্রশাসনের বিশেষ বিধিনিষেধ কার্যকর করতে কঠোর অভিযান পরিচালনা করছে উপজেলা প্রশাসন। সোমবার সন্ধায় মুজিবনগর উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট নাজমুল আলম বিভিন্ন গ্রামে এ অভিযান পরিচালনা করেন।

অভিযান চলাকালীন যারা সরকারী নির্দেশনা মানছে না তাদের মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে জরিমানা করা হয়। মুজিবনগর উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট নাজমুল আলম জানান, মুজিবনগর উপজেলায় প্রশাসনের দৃঢ় অবস্থানের কারণে বিকাল ছয়টার পর পুরো উপজেলায় দোকানপাট মোটামুটি বন্ধ থাকতে দেখা গেছে।

তবুও যারা সরকারি সিদ্ধান্ত অমান্য করেছেন তাদের বিরুদ্ধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়।মোবাইল কোর্ট চলাকালিন সময়ে সন্ধার পর দোকান খোলার অপরাধে ৩ জনকে ৩ টি মামলায় ২৩০০ টাকা জরিমানা করা হয়। সার্বিক সহায়তা প্রদান করে এস আই প্রসেনজিত ও মুজিবনগর থানা পুলিশ।করোনাভাইরাস প্রতিরোধকল্পে প্রশাসনের এই অভিযান অব্যাহত থাকবে।

দামুড়হুদা উপজেলা ৭০০ জনের মাঝে খাদ্যসহায়তা বিতরণ করেন উপজেলা প্রশাসন

দামুড়হুদা উপজেলা ৭০০ জনের মধ্যে খাদ্য সহায়তা বিতরণ করলেন উপজেলা প্রশাসন। দামুড়হুদায় শেখ রাসেল মিনি ষ্টেডিয়াম মাঠে সোমবার বেলা ১১টার সময় ও বেলা ১ টার সময় দর্শনা পৌর এলাকায় ৫০০ জন এবং দামুড়হুদা সদরের দলিত সম্প্রদায়ের মাঝে ২০০ জন ব্যক্তিকে সরকারী খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয়।

দামুড়হুদা উপজেলা প্রশাসন, দামুড়হুদার পক্ষ হতে দর্শনা পৌরসভায় ৫০০ জন এবং দামুড়হুদা সদরে দলিত সম্প্রদায়ের মাঝে ২০০ জন ব্যক্তিকে সরকারী খাদ্য সহায়তা প্রদানের সময় করোনা প্রতিরোধ ও লকডাউন বাস্তবায়ন সহ খাদ্য সহায়তা বিষয়ে দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমান বলেন, দর্শনা পৌরসভা এলাকায় অসংখ্য মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষের বসবাস।

মধ্যবিত্ত জীবন হচ্ছে সেই জীবন যেখানে না খেয়ে থেকেও মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকার উদাত্ত আহ্বানে হৃদয় পোড়ার গন্ধটাকে ঢাকা হয় পরম স্নেহে। যেখানে প্রবল আত্নসম্মান বোধের কাছে হার মেনে যায় অনেক অভাব, অপ্রাপ্তি আর অসহায়ত্ব। এই গর্বিত মধ্যবিত্ত পরিবারকে গুরুত্ব দিয়ে তৈরী করা হয়েছে আজকের তালিকা। একজন অটোচালক বা চা দোকানদার সহজেই তাদের কষ্টের কথা বলতে পারেন কিন্তু অনেক মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ব্যবসায়ী আছেন যাদের লকডাউনে ব্যবসায়ীক জীবন স্থবির হয়ে পড়েছে কিন্তু তার সংকটের কথা বলতে পারেন না কাউকে। করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত এসব পরিবারের কাছে সরকারী খাদ্য সহায়তা পৌঁছে দেওয়া আমাদের দায়িত্ব।

সমাজের কোন শ্রেণীর মানুষ যেন সরকারী সুবিধা হতে বঞ্চিত না হয় সে বিষয়ে আমরা সদা তৎপর। মান্যবর জেলা প্রশাসক স্যারের নির্দেশ লকডাউনে মানুষ যেন খাদ্য সংকটে না থাকে। স্যারের নেতৃত্বে উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে আমাদের এ প্রয়াস অব্যাহত থাকবে।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমান আরও বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার ডিজিটাল সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয় ও অঙ্গীকারের শ্লোগানকে আমাদের চলার পথের আর্শীবাদ মনে

করি। আমরা মহামারী করোনাভাইরাস প্রতিরোধে সকাল থেকে গভীর রাত পর্যন্ত কাজ করে চলেছি, মানুষকে সচেতন করতে, স্বাস্থ্য বিধি মেনে চলতে মাইকিং সহ সামাজিক সচেতনতামূলক সকল প্রচার এবং আমাদের স্বাস্থ্য বিভাগের সকলে গ্রামে গ্রামে ক্যাম্পিং এর মাধ্যমে করোনার নমুনা সংগ্রহ করে করোনা সনাক্তে কাজ করে চলেছেন।

পুলিশ সহ আইনশৃঙ্খলায় নিয়োজিন সকলেই কঠোর ভূমিকা পালন করছে। তাদেরও কাটছে নির্ঘুম রাত। দর্শনা পৌর মেয়র সহ সকল ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান নিরলস ভাবে কাজ করে চলেছেন। পাশাপাশি রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠনের ভূমিকাও প্রশংসনীয়।